সুশান্ত দাসের ‘বেহালায় দাদাগিরি’ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনাঃ

অধ্যাপক (ড.) ইমন ভট্টাচার্য

নতুন কবি লিখতে এসেছেন, বাংলা কবিতার ইতিহাস তার লেখায় ছাপ ফেলবে, তেমন প্রত্যাশা পাঠকের থাকে, হয়ত তিনি আশা করেন উপমার চমক, উৎপ্রেক্ষণ, যমক ছন্দজ্ঞান।সুশান্ত দাসের প্রথম বইতে আমরা এসব কিন্তু পাই না।বদলে কি পাই, তা খুজতেই এই গদ্য তথা সমালোচনা।

সুললিত কবিতার উল্টোপিঠ হল অ্যান্টি- পোয়েট্রি। নিকোলো পাররার কবিতায় আমরা এই অ্যান্টি-পোয়েট্রির ঝলক দেখি।বাংলায় হাংরিদের কবিতায় অ্যান্টি- পোয়েট্রির আদল রয়েছে।বাংলায় কবি সুবোধ সরকার এ ধরণের টানা গদ্যে লিখে থাকেন।

সুশান্ত দাসের কবিতাতেও আমরা দেখি অ্যান্টি- পোয়েট্রির ধাঁচ। টানা গদ্যেই তিনি কবিতাকে ধরতে চেয়েছেন।সেটি একটি অন্যরকম প্রচেষ্টা তো বটেই।

কতকাল আগে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছিলেন যে পদ্যের থেকে গদ্যেই কবিতা লেখা বেশি সাবলীল। বাংলায় গদ্যে কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘লিপিকা’ বইতে। ছন্দের সম্রাট যিনি গদ্যে লিখলে এক অন্যরকম বিস্ফোরণ তো হবেই।হয়েওছিল।

গদ্যে কবিতা লিখেছিলেন সমর সেন, পরবর্তীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছু কবিতা গদ্যে লিখেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের কবি সেই পথেরই মোট একত্রিশটি কবিতা আছে ‘বেহালায় দাদাগিরি’ কাব্যগ্রন্থে।

আমাদের লক্ষ্য কোনো মূল প্রবণতা এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, এবং কোন মূলতত্ত্বে পৌঁছন যায় কিনা কবিতাগুলি থেকে। বিষয়বৈচিত্র্য রয়েছে অনেক। পাঠক এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের ভোক্তা হয়ে ওঠে। কাব্যগ্রন্থটিকে দেখতে পাই।

কিছু কবিতা রয়েছে কবিজনোচিত নিবিষ্টতার কবিতা, প্রকৃতিলগ্নতা বা প্রেমমদির কবিতা। যেমন- ‘বৃষ্টি’ কবিতাটি।বর্ষাকে সেখানে রাজনর্তকীর মতো মনে হয়।বলছেন, “অবিরাম বৃষ্টির গান আমার টিনের চালে।’ সত্যিই তো বৃষ্টি দেখার চেয়েও অপরূপ যেন এই বৃষ্টির শব্দ শোনা।শ্রবণ।রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘দেখা এবং শোনার মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিতে বললে তিনি শ্রবণকেই বেছে নেবেন।বিদ্যাপতি থেকে রবীন্দ্রনাথ যে বর্ষার স্তুতি দেখি এই কবিতায়; শেষে আসে প্রেমের অনুষঙ্গ।বর্ষারই প্রেমিক হিসেবে নিজেকে দেখেছেন, প্রেম আর প্রকৃতি এক হয়ে যায় এই কবিতায়।

‘আমার বৃষ্টি’ কবিতাতেও বৃষ্টির জল আর চশমার আড়ালে চোখের জল এক হয়ে যায়। কোনো এক অপ্রাপনীয় প্রেমের অনুষঙ্গ মিশে যায় বৃষ্টির জলের সঙ্গে।

‘রুবি রায়’ কবিতায় এক কিশোর প্রেমের গল্প পাই আমরা। রাহুল-দেব-বর্মণের গানের সঙ্গে অনুষঙ্গ মিলিয়েই যেন গল্পটি উঠে এসেছে।কবি লিখছেন-

“সময়ের সাথে গুঁতোগুঁতি করা
রোজ রাতে আবার একটি
বিকেলের প্রার্থনায়
.....
যদি একবার দেখা মেলে তোমার।’

নচিকেতার নীলাঞ্জনা গানের সঙ্গেও যেন মিল পাই- “একবার একবার যদি সে দাঁড়ায়।’

কিশোর প্রেমের রোমাঞ্চ, ধুকপুক, অপ্রাপ্তি যেন রূপ পেয়েছে এই কবিতায়।

কিন্তু এই কবির সঙ্গে জীবনসংগ্রামের একটি অনুসঙ্গ জড়িত।বইয়ের ব্লার্বে তার কথা আছে।

এই বইতেই আছে ‘একটি মেয়ের গল্প’র মতো কবিতা।একটি মেয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করে।রাত থাকতে উঠে রান্না করে কাজের বাড়ি যায়।কাজ করে।স্বামীর মার খায়, তারপরও শেষ পর্বে আঁকড়ে ধরে বইখাতা।

‘অনাহার কবে শেষ হবে’র মত কবিতায় ঝিকিয়ে ওঠে নেতাদের ফাঁকা বুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।সাধারণ মানুষ, দরিদ্র মানুষ যেখানকার, সেখানেই থেকে যাচ্ছে।সত্যিই তো, অনাহার কবে শেষ হবে!

‘বাবার পাওনা’ কবিতায় দেখি বৃদ্ধ বাবা সারাজীবন সংগ্রাম করেও, শেষজীবনেও আবার সংগ্রামের মুখোমুখি।তাঁর অনুজরা তাঁকে উপেক্ষা করছে।ঠিকসময় খাওয়া হচ্ছেনা তাঁর।যদিও এই উপেক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে ফিরে পায় আরেক বাবা।উপেক্ষা ক্রিয়াশীল থাকে।

তাই ব্যক্তিগত ও প্রেমের অনুষঙ্গের বাইরেও এক সামাজিক দায়বদ্ধতা, ন্যায়বোধ কবিকে চালিত করে।

কবি রোমান্টিকের থেকে যেন অনেক বেশি রিয়্যালিস্ট।আর সমস্ত বঞ্চনা ও কাঠিন্যের বিপরীতে সাত বছরের দেবোলীনা, আর্থারাইটিসের রোগী, কাকদ্বীপ থেকে কন্যাকুমারী সকলের লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা হয়ে অঠেন বেহালার দাদা।তিনি ব্যাক্তি থেকে প্রতীক হয়ে অঠেন এই কবিতায়।

এক সংগ্রামের উপজীব্য- এভাবেই গ্রন্থটিকে দেখতে চাই।